ALL INDIA RADIO

REGIONAL NEWS UNIT – SILCHAR

MORNING NEWS BULLETIN

BENGALI

2 JANUARY 2025 **7:35 AM IST**

==========

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা এবং আবহাওয়া নির্ভর শস্য বীমা প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনুমোদন জানিয়েছে । গতকাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকের পক্ষ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ জানিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার অর্থ বৃদ্ধি করে ৬৯ হাজার ৫১৫ কোটী টাকা ধার্য্য করা হয়েছে এবং এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রায় ৮৮ শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা উপকৃত হবেন । মন্ত্রী শ্রী বৈষ্ণ আরো জানান যে গত আট বছরে দাবী নিষ্পত্তি করে দেশের কৃষকদের মধ্যে এক লক্ষ ৭০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে । এই কৃষকদের মধ্যে ৫৭ শতাংশই হচ্ছেন তপশিলি জাতি , তপশিলি জনজাতি এবং অন্যান্য পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের । মন্ত্রী শ্রী বৈষ্ণ জানান যে ২০২৫ সালের প্রথম মন্ত্রীসভার বৈঠক কৃষকদের প্রতি উৎসর্গিত ছিল ।

এছাড়া মন্ত্রীসভার বৈঠকে ডাই - এমোনিয়াম ফসফেট সারের ক্ষেত্রে প্রতি মেট্রিক টনে সাড়ে তিন হাজার টাকা ভর্তুকী দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে । কৃষকরা ৫০ কিলোগ্রাম প্রতি ব্যাগ ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট এক হাজার তিনশ ৫০ টাকায় ক্রয় করতে পারবেন বলেও মন্ত্রী শ্রী বৈষ্ণ জানিয়েছেন ।

আসাম সরকারের কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের নিরাপত্তার জন্য চালু করা বীমা প্রকল্প গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করা হয় । খানাপারার কইনাধারার রাজ্য অতিথিশালায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মূখ্যমন্ত্রী ড.হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও মন্ত্রীসভার সদস্যদের উপস্থিতিতে রাজ্য সচিব লায়া মাদুরী এবং ভারতীয় স্টেট ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার মান্ডলিক মহাপ্রবন্ধকের মধ্যে এমর্মে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ।

এই বীমা প্রকল্পের অধীনে কর্তব্যরত অবস্থায় কোনো কর্মচারীর দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু হলে বা জীবনে কোনো দূর্যোগ আসলে তাঁর পরিবার এক কোটি টাকা লাভ করবে । অন্য কারণে কর্মচারীর মৃত্যু হলে এই বীমা প্রকল্পের অধীনে তাঁর পরিবার ১০ লক্ষ টাকা করে লাভ করবে ।

রাজ্যের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পারস্পরিক বদলি প্রক্রিয়া সরল করার উদ্দেশ্যে স্বাগত সতীর্থ নামের পোর্টাল গতকাল চালু করা হয়েছে । মূখ্যমন্ত্রী ড.হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গতকাল গুয়াহাটীর কইনাধারার রাজ্য অতিথিশালায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই পোর্টালের সূচনা করেন । কর্মচারীরা এখন থেকে আগামী ২৮ শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে এই পোর্টেলে বদলির জন্য আবেদন করতে পারবেন । সম গ্রেড পে লাভ করা কর্মচারী , সম সেবা বিধি কর্মচারী এবং সম যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মচারীর ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে । এই সময়ের মধ্যে পোর্টেলের মাধ্যমে লাভ করা আবেদনগুলি স্বয়ংক্রিয় ব্যাবস্থায় সম্পন্ন হবে এবং এজন্য যোগ্য কর্মচারীদের পারস্পরিক বদলি আসন্ন বহাগ বিহুর পূর্বে সম্পন্ন করা হবে । এতে কোনো ব্যাক্তির হস্তক্ষেপ থাকবে বলে মূখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন ।

হাইলাকান্দি জেলার ঐতিহ্যবাহী রবীন্দ্র মেলা গতকাল থেকে শুরু হয়েছে । মেলার সভাপতি গৌতম রায় পতাকা উত্তোলন করে মেলার সূচনা করেন । পরে গৌতম রায়ের পৌরহিত্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় রবীন্দ্র মেলার ইতিহাস নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুস্টিত হয়েছে । আলোচনা সভায় প্রাক্তন বিধায়ক রাহুল রায় , সুব্রত শর্মা মজুমদার , পিনাকী ভট্টাচার্য্য প্রমূখ প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন । উল্লেখ্য এবছর রবীন্দ্র মেলা ৪০ দিনের পরিবর্তে ২৫ দিন হবে বলে জানানো হয়েছে ।

রাজ্য নির্বাচন কমিশন আসন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ভোটদাতাদের নিজেদের নাম পরীক্ষা করার জন্য একটি ওয়েবসাইটের সূচনা করেছে । ভোটদাতারা ermssec.assam.gov.in এই ওয়েবসাইট থেকে ভোটার তালিকা ডাউনলোড করে বা ভোটার কার্ডের নম্বরের মাধ্যমে নিজেদের নাম পরীক্ষা করতে পারবেন । এছাড়া সংশ্লিষ্ট জেলা আয়ুক্তের কার্যালয় , জেলা পরিষদ , গ্রাম পঞ্চায়েত বা খন্ড উন্নয়ন আধিকারীকের কার্যালয়ে ভোটদাতারা তাদের নাম পরীক্ষা করতে পারবেন ।বয়সের হিসেবে ভোট দেওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত যুবক যুবতিরাও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে খসড়া তালিকায় নিজেদের নাম অর্ন্তভুক্তির জন্য আবেদন দাখিল করতে পারবে ।

হাইলাকান্দির জেলা আয়ুক্ত জেলার আসন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনেরট জন্য চারটি জেলা পরিষদের আসন সংরক্ষন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তী জারী করেছেন । বিজ্ঞপ্তীতে জানানো হয়েছে যে এক নম্বর কালীনগর-পাইকান আসনটি মহিলা প্রার্থীর জন্য , চার নম্বর কাটলিছড়া - বাগছড়া আসনটি তপশিলি মহিলা প্রার্থীর জন্য , ৮ নম্বর জামিরা-শাহাবাদ আসনটি এবং ৬ নম্বর নারাইনপুর-বন্দুকমারা আসনটি মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষন করা হয়েছে । বিশদ বিবরন জেলা প্রশাসনের ওয়েব সাইটে পা ওয়া যাচ্ছে ।

কাছাড়ের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব গতকাল শিলচর শিশু উদ্যোনে দুটি নতুন পা-চালিত নৌকার উদ্বোধন করেন । এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা আয়ুক্ত শ্রী যাদব উদ্যোনটিকে জীবন্ত ও আকর্ষনীয় করে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন । জেলা আয়ুক্ত নৌকা বিহারের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ও খতিয়ে দেখেন এবং শিশু উদ্যোনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন ।